COAST Coastal Association for Social Transformation Trust

NATUN DIN

unicef

gvbweK mnvqZv I mvov c`v‡bi Ask wn‡m‡e †Kv÷ Uv÷ KZK ev¯ewqZ Ges BDwb‡m‡di Aww_K I KwiMwi mn‡hwMZvq ‡iwn½v wkï‡`i Rb¨ Òwkÿv cK‡ íiÓ gwmK e‡jwUb (2q el, 18 Zg msL¨v) wW‡m¤i - 2019 wL÷vã AMnvqb-‡cvl, 1426 e½vã

## কোস্ট লার্নিং সেন্টরের শিশুরা নিরাপদ পানি গ্রহনে অভ্যস্ত হয়েছেঃ

*নিরাপদ পানি পানে ব্যস্ত শিশুরা, ছবিঃ মামুন (পিও)*

বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবির বাংলাদেশের কক্সবাজারে, যেখানে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বসবাস করছে । ইউএনএইচসিআর তথ্য অনুসাওে যাদের প্রায় ৫৫% জনসংখ্যা শিশু। ৭৩ তম জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, "এখন প্রায় ১.১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের এই রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলিতে জনসংখ্যার উপচে পড়া ভিড় অবকাঠামোগত চাপ সৃষ্টি করছে। এখানে শরণার্থীদের সেবা, শিক্ষা, খাদ্য, সঠিক স্যানিটেশন এবং বিশুদ্ধ পানির অভাব রয়েছে এবং তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সংক্রামক রোগ সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যেও রয়েছে।" **(সূত্রঃ প্রথম আলো ২৮ সেপ্টেম্বর-২০১৮)**

শরণার্থী শিবিরে নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা খুব কঠিন যদিও নিরাপদ পানি জন্য ৮০০০ এরও বেশি পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে, তার মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৮০% কাজ করছে। কারণ, সংকটের প্রথম সপ্তাহগুলিতে খনন করা প্রচুর নলকূপগুলি খারাপভাবে অবস্থিত বা খারাপভাবে নির্মিত হয়েছিল এবং দূষিত হওয়ার কারণে বেশীরভাগ নলকূপ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। নিরাপদ পানি শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে এবং তাদের বিকাশ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। তাই জরুরী পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির ন্যূনতম পরিমাণে দিনে ১৫ লিটার পানি সুপারিশ করা উচিৎ। পানি চর্বি, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং মাইক্রোনেট্রিয়েন্টের সাথে প্রতিদিনের প্রধান পুষ্টিগুলির একটি, যা প্রতিদিনের ভিত্তিতে মানুষের শরীরের প্রয়োজন হয়। শিশু অধিকারের কনভেনশন অনুসারে **(সিআরসি)** ধারা ২৮ এ প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার এবং তাদের নিরাপদ পানি পান করার অধিকারের কথা উল্লেখ আছে।

কোস্ট ট্রাস্ট শরণার্থী শিবিরের ৮০ টি শিক্ষা কেন্দ্রে ৬৩১৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নিরাপদ পানি নিশ্চিত করে আসছে। কোস্ট ট্রাস্ট এক জরিপ এর মাধ্যমে তাদের লার্নিং সেন্টার এ নিরাপদ পানি না পান করার কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেছে। যেমন (১) উদ্বাস্তু শিবিরে বেশিরভাগ স্কুলগামী শিশুদের নিরাপদ পানি সংগ্রহের ফলে তাদের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা ব্যাহত হয়। (২) পানি সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থীরা আরও উৎপাদনশীল কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেনা । (৩) পানি দূষরনর কারণে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমছে।

এই সমস্থ কারণ মূল্যায়ন করে কোন্ট ট্রাস্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহন করেছে। তারা প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে পানি পরিশোধক ফিল্টার সরবরাহ করেছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পানি পাত্র বিতরণ করেছে, প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে হ্যান্ড ওয়াশিং ডিভাইস স্থাপন করেছে এবং তারা শিক্ষক এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে একটি দিকনির্দেশনামূলক সভা করেছেন। তারা শিক্ষার কেন্দ্রে শিশুদের সাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিতামাতাদের নিয়ে মাসিক সভার ব্যবস্থা করছে।

গত নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে ,২০১৯ কোস্ট ট্রাস্ট এর লার্নিং সেন্টারে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিশুর বাবা-মা শিশুদের নিরাপদ পানি পান সম্পর্কে এখন অনেক সচেতন ।

*নিরাপদ পানির বোতল ব্যবহার হচ্ছে এলসিতে, ছবি-আজাহ্ও (টিও)*

ক্যাম্প -১ কোস্ট কোকোনাট শিক্ষা কেন্দ্রে মোস্তাকিমা (৮) বলে যে, "কোস্ট শিক্ষা কেন্দ্রটিতে আসতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। এখানে আমি জানি কেন আমাদের নিরাপদ পানি পান করা উচিত। আমি মিয়ানমারে কখনও নিরাপদ পানি পান করিনি। আমার শিক্ষক আমাকে নিরাপদ পানি পান করতে সহায়তা করে এবং তিনি আমাদের একটি সুন্দর পানির পাত্র দিয়েছেন যেখানে আমি নিরাপদ পানি বহন করতে পারি। আমার অনেক বন্ধু আছে যারা আমার সাথে নিরাপদ পানি পান করে। এখন আমি প্রতিদিন শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারি। এখানে আমি খেলতে, নাচতে, হাই এনার্জেটিক বিস্কুট খেতে এবং নিরাপদ পানি খেতে পারি। নিরাপদ পানি পান করে আমরা আমাদের নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতেন হতে পারি এবং ঘরে ফিরলে আমি আমার বোন এবং বাবা-মাকে এ সম্পর্কে সচেতেন করি। আমি আমার জলের পাত্রটি ব্যবহার করে পানি খেতে পছন্দ করি। আমি একদিন ডাক্তার হতে চাই তাই আমার পানি নিরাপদ কীভাবে করতে হয় তা আমার অবশ্যই জানা উচিত "। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে শরণার্থী শিবিরের শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে

## পিতামাতাদের সভার মাধ্যমে বাচ্চাদের শীতের যত্ন সম্পর্কে অভিভাবকরা সচেতন করনঃ

বাবা-মা! একটি অনন্য শব্দ। বিশেষত সন্তানের জন্য। পিতামাতারা তাদের বাচ্চাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর গুরুত্ব উপলব্ধি থেকে কোস্ট পরিচালিত ৮০ টি শিক্ষার কেন্দ্রে পিতামাতার সাথে সচেতনতা মূলক সভা করার উদ্যোগ নিয়েছে।

ডিসেম্বর মাস থেকে তারা নিয়মিত শিক্ষা কেন্দ্রে বাজেট বিহিন সভা পরিচালনা করবেন। এই মাসে, প্রায় ৪৪% পিতামাতারা ৮০ লার্নিং সেন্টারে অংশ নিয়েছিলেন। তাদের সন্তানদের পড়াশোনা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা তারা এখানে আলোচনা করে

এই সভায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে গুনগত শিক্ষা, শীতকালীন সাস্থ্য সচেতনতা, সয়মত শিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করা, পরিষ্কার জামা পরিধান করা, খাবার

*সভায় মতবিনিময়ে করছেন অভিভাবকরা, ছবি-জাবেদ, (টিও)*

খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, টয়লেট থেকে হাত ধোয়ার পরে জুতার পোশাক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কোস্ট পিতামাতার প্রতি বাচ্চাদের উপর আরো যতœশীল হওয়ার পরামর্শ করে যাতে বাচ্চাদেরকে সময় দেওয়া এবং পড়ারশোনার নিয়মিত খোজখবর নেওয়া, তাদের বাচ্চাদের সময়মত এলসিতে প্রেরণ করা ,স্কুলে আসতে, তারা তাদের বই, পেন্সিল এবং ব্যাগ গুছিয়ে দিবে ইত্যাদি । নুর কায়দা লেভেল -২ , পিতা সুক্কুর মিয়া বলেছিলেন, "আমি সাধারনত প্যারেন্টস সভায় আসি না। এই প্রথম আমি এখানে এসেছি এবং আজ আমি অনেক তথ্য জানলাম। এখন থেকে, আমি আমার মেয়ের পড়াশোনার জন্য সকালে এবং সন্ধ্যার পর পড়ারশোনার নিয়মিত খোজখবর নেওয়ার চেষ্টা করব। লার্নিং সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির উপস্থিতি বলেছিলেন যে, "প্রতি মাসে এখানে পিতামাতার সভা অনুষ্ঠিত হবে। আমরা এতে লাভবান হচ্ছি। তিনি প্যারেন্ট মিটিংয়ের জন্য কোস্ট ট্রাস্টকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন "।

**ব্যাবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সেন্টার সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের স্ব-উদ্যোগে বৃদ্ধি পেয়েছেঃ**

কোস্ট ট্রাস্ট উখিয়ার রোহিঙ্গা শিবিরে ৮০ টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করে। প্রত্যেক এলসির একটি লার্নিং সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এলসিএমসি) থাকে। এলসিএমসি সদস্য তাদের শিক্ষা কেন্দ্র কার্যক্রম সুশৃঙ্খল রাখতে এবং পরিচালনা করতে খুব সক্রিয়। কোস্ট ইউনিসেফ এডুকেশন প্রোগ্রামের প্রথম সারির সহকর্মীরা প্রায়ই রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে বিভিনœ বিষয় নিয়ে আরাপ আলোচনা করে সেগুলোর মধ্যে এলসিএমসি সভা, পিতামাতার সচেতনতামূলক সভা, ধর্মীয় নেতাদের সভা ইত্যাদি এবং প্রকল্পের আউটপুট বাড়ানোর জন্য তারা আমাদের সহযোগিতা করে থাকে। সেই সভাগুলোর মধ্যে এলসিএমসি সদস্যরা শিক্ষা কেন্দ্রের বিভিনœ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তারা নিয়মিত কোস্ট অফিসে যোগাযোগ করে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া জানায়। সম্প্রতি, ক্যাম্প ২, ব্লক -ডি ৪ / ইই, কোস্ট রোজ শিক্ষা কেন্দ্রের সামনের ব্রিজের পথটি ভেঙে গেছে এবং এই শিক্ষা কেন্দ্র থেকে ৮৫ জন শিক্ষার্থীরা এই ব্রিজের পথটি দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে ।তাদের জন্য ব্রিজটিত হাঁটাচলা করা খুব ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এই ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজটি দেখে এলসিএমসির সভাপতি প্রোগ্রাম ম্যানেজারকে ফোন করেছিলেন এবং তিনি আমাদের বামির্জ শিক্ষক আনোয়ার হোসেন কে (রোজ এলসি এফডিএমএন শিক্ষক) সহ সাইট ম্যানেজমেন্ট (ডিআরসি) অফিসে একটি নোটিশ দেন। তাদের নোটিশ পাওয়ার পরে সাইট ম্যানেজমেন্ট ও কোস্ট প্রকল্প ইঞ্জিনিয়ার আলম বাদশার সাথে ব্রিজটির পথটি মেরামত করার উদ্যোগ নেয়। আমাদের এলসিএমসি সদস্যের দ্রুত উদ্যোগের জন্য, আমরা প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি নতুন পদক্ষেপটি অর্জন করছি।

*লার্নিং সেন্টারে যাতায়তের ঝুঁকিপূর্ণ বাশেঁর সেতু, ছবি-সুরাইয়া (পিও)*

*লার্নিং সেন্টারে যাতায়তের ঝুঁকিপূর্ণ বাশেঁর সেতু মেরামত কাজ চলছে, ছবি-আলম বাদশা (পিই)*

**আগামী মাসের মূল কাজ গুলো**

| নং | কার্যক্রম | লক্ষ্য |
|---|---|---|
| ১ | মাসিক কর্মীদের সমন্বয় সভা | ১ |
| ২ | মাসিক হোস্ট এবং এফডিএমএন শিক্ষকদের রিফ্রেশার সভা | ১ |
| ৩ | মাসিক এলসিএমসি সভা | ৮০ |
| ৪ | মাসিক প্যারেন্টস মিটিং | ৮০ |
| ৫ | পেডাগুজি ট্রেনিং | ১ |
| ৬ | প্রাথমিক শিক্ষার উপর সম্প্রদায়ের সচেতনতা সভা | ১০ |

**এই প্রকাশনাটি উক্ত প্রকল্পের সকল সহকর্মীদের সহযোগীতায় ^তরী করা হয়েছে।**

**বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্যঃ**
**মোবাইল- ০১৭৬২-৬২৪৮০৮ *Email: jasim.coast@gmail.com***